এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৯: জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

প্রশ্ন ▶১ বিলকিস আজাদ একজন স্থায়ী ও দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যথাসময়ে সব দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করেন। তার সততা ও আচরণে জনগণ মুগ্ধ। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. পদসোপান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিলকিস আজাদের আচরণে আমলাতন্ত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারী তার কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান: সহকারী সচিব • সিনিয়র সহকারী সচিব • উপসচিব • যুগ্মসচিব • অতিরিক্ত সচিব • সচিব • সিনিয়র সচিব।

গ বিলকিস আজাদের আচরণে আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলো হলো— স্থায়িত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতা।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী সংগঠন। আমলারা একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মে বহাল থাকেন। তারা পেশাগত দায়িত্ব পালনে খুব দক্ষ হয়ে থাকেন। আমলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিরপেক্ষতা আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমলারা নিরপেক্ষভাবে তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এতে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা অটুট থাকে। আমলাতন্ত্রে সব কাজের জন্য নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দায়ী থাকেন। তাই তারা অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নিয়মানুবর্তিতা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিলকিস আজাদ একজন স্থায়ী ও দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরপেক্ষভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। যথাসময়ে নিজের কাজ সম্পন্ন করেন। বিলকিস আজাদের এসব বৈশিষ্ট্য আমলাতন্ত্রকেই প্রতিফলিত করে। তাই বলা যায়, তার কাজ ও আচরণে আমলাতন্ত্রের স্থায়িত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের বিলকিস আজাদ একজন দক্ষ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তার আচরণে জনগণ মুগ্ধ। সুতরাং তার দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালন করা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিত্য নতুন সমস্যাবলির সমাধানের জন্য সরকারকে নানা ধরনের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আমলারা সরকারের এসব নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। আমলাদের এসব কাজ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমলারা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে এ বিপুল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে সামাজিক পরিবর্তন সাধনসহ নানাবিধ ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে আমলাতন্ত্র নিজেদের বিকল্পহীন সংগঠনে পরিণত করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আমলাদের কার্যক্রমের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

প্রশ্ন ▶২ তাহমিনা সামাদ সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। সরকার তাহমিনা সামাদের মত দক্ষ জনবল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহমিনা সামাদের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত কর্মপদ্ধতির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আমলারা বড় বেশি আনুষ্ঠানিক। এ কারণে তারা সমস্যার মানবিক দিক ও বাস্তব ফলাফলকে উপেক্ষা করে যে কোন কাজকে প্রশাসনিক পুরোনো নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের বাধনে বাঁধতে চান। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের তাহমিনা সামাদের প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র।

আরবি শব্দ 'আমলা' অর্থ আদেশ পালনকারী ও বাস্তবায়নকারী। যে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলা হয়। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান

Teachingbd24.com

ফাইনার (Herman Finer) আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।

উদ্দীপকের তাহমিনা সামাদ সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। যা আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আমলাতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন। আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে ব্যক্তিগত ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বের দাবি রাখে। সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ আমলারা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ।

ঘ রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আমলারাই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করেন। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন তাদের ওপরেই নির্ভর করে। যার কারণে আমলাদেরকে হতে হয় সৎ, দক্ষ, কর্মঠ ও জনসেবামূলক মনোভাবের। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সব কার্যক্রম গৃহীত হয় জনকল্যাণের জন্য। আর আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন গৃহীত কার্যক্রমের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। জনগণ যখন এই সুফল ভোগ করবে, তখন তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস করা। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পায়। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি দূর করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাই এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা।

একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে আমলাতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। যা সুশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনে আমলাদের দায়িত্বশীলতা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি যখন নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, তখন তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। আবার প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ফলে জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আমলারাই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করেন। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন তাদের ওপরেই নির্ভর করে।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব আঃ রাজ্জাক একটি উপজেলার নির্বাহী অফিসার। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালনা করেন। সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু পূর্বের নির্বাহী অফিসার এমন আচরণ করতেন না। তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। জনগণের সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।

[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. মূল্যবোধের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. তুমি কেন আইন মেনে চলবে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলি আমলাতন্ত্রের কোন কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন— মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মূল্যবোধ বলে।

খ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার জন্য আমি আইন মেনে চলব।

আইন হলো ন্যায়ের প্রতীক, যা আমরা সমর্থন করি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। এই আনুগত্যই সুশৃঙ্খল জীবন নিশ্চিত করে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে সবার উচিত আইন মান্য করা। আইন মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল অধিকার রক্ষা করে। আইনের শাস্তির ভয়ে সমাজে অনাচার-অবিচার হ্রাস পায়। ফলে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে আমি আইন মেনে চলব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলি আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা এবং জনসেবামূলক কাজকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার উন্নতমান অর্জন করা আমলাতন্ত্রের আবশ্যক কাজ। এজন্য একে বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং জনগণের সেবা করা অন্যতম। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করাই হলো আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজ। আর সাধারণ জনগণের বিভিন্ন দাবি পূরণ হলো জনসেবামূলক কাজ। উদ্দীপকে আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলির মধ্যে এ কাজগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

জনাব আঃ রাজ্জাক তার ওপর অর্পিত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালনা করেন। এছাড়া সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেন। আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও জনসেবামূলক কাজগুলোও এভাবেই হয়ে থাকে। সরকারি কর্মচারিগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত। সমগ্র দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করা সরকারি কর্মচারীদেরই কাজ। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের সম্পাদিত কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এছাড়া মাঠ প্রশাসনের আমলারা জনগণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ফলে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি, অভাব-অভিযোগ আমলাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। সুতরাং বলা যায়, আঃ রাজ্জাকের কাজে আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক এবং জনসেবামূলক কাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

Teachingbd24.com

ঘ 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'– মন্তব্যটি যথার্থ।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা বলতে আমলাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়। অর্থাৎ, আমলারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, দায়িত্বহীনতার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন। একজন আমলা হিসেবে আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের মধ্যে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

একজন আমলা হিসেবে আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসার সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এছাড়া জনগণের সাথে তার সরাসরি সম্পর্কও ছিল না। অর্থাৎ, তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ অবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কারণ আমলারা সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তারা যদি দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ না করেন তাহলে সরকারি নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তাই আমলাদের কাজে জবাবদিহিতা থাকলে প্রশাসনিক সকল কাজে গতিশীলতা আসবে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য যে সকল কৌশল রয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ই-গভর্নেন্সে রূপান্তর করতে পারলে আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা রাষ্ট্রকে সুশাসনের পথে পরিচালিত করবে। আমলারা যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমলাদের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶৪ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 'ক' সংগঠন কাজ করে। এ সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয়, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ে 'খ' সংগঠনের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান কী? ১

খ. প্রশাসনে কেন লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির নাম কী? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এর গতিশীলতা জরুরি— মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হলো আইনের শাসন।

খ সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখার কারণে প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণকে বোঝায়। আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। সমস্যা-সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন আমলাদের দপ্তরের ফাইলগুলোর লালফিতার বাঁধনে আটকে পড়ে। আর এ সকল কারণেই প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

গ উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন হলো আইনসভা। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এ সংগঠনটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে। আইনসভার সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনটির কর্মকাণ্ডেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। একইভাবে আইনসভার সদস্যরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা শাসন পরিচালনার পাশাপাশি নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। এর সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যে কোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়াও নির্বাচনসংক্রান্ত ও জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটি ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির নাম হলো আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর গতিশীলতা অপরিহার্য।

উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনের মধ্যে আমলাতন্ত্রের চিত্র ফুটে উঠেছে। কেননা আমলাতন্ত্র হলো অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মকর্তাবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। আমলাতন্ত্রের সদস্যরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নন বরং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ফাইনারের মতে, 'আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি কেবল সরকারের উন্নতি সাধনই নয়, প্রকৃতপক্ষে আমলাদের ছাড়া সরকার পরিচালনাই অসম্ভব।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 'ক' সংগঠন কাজ করে। এ সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয়, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। এখানে মূলত আমলাতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আমলাগণই রাষ্ট্রে সরকারের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমলাগণ তাদের সব কাজকর্মই বাস্তবায়ন করতে চান প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের হয়রানি বেড়ে যায়। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের মুহূর্তেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। আমলাতন্ত্রের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। তাই রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের জটিলতা কমিয়ে এনে এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের যথাযথ উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারের সব সিদ্ধান্ত আমলারাই বাস্তবায়ন করেন। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। তাই রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫ মি. 'ক' একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি দুই বছর আগে অবসরে গেলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেন নি। তার ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এ অবস্থায় তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, "এটা আমার কাজ নয়। সুতরাং আপনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন।" *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; ঢা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'ক' এর পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. 'ক' এর সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মি. 'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মি.'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত।

মি. 'ক' এর পেনশনের আবেদনের ফাইলটি দীর্ঘ দুই বছর যাবত বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকট থেকেও এ বিষয়ে কোনো সহায়তা পাননি। অর্থাৎ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রশাসনিক কাজে যে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় সেই সমস্যার জালে মি. 'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল আটকে পড়ে। যার ফলে পেনশন মঞ্জুরে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. 'ক' এর পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লালফিতার দৌরাত্ম্য।

ঘ উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্য'। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. 'ক' দুই বছর আগে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেনি। তার ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, বরং তারা জনগণের সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমলাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। প্রশাসনিক কাজকর্মে আমলাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমলারা যাতে স্বেচ্ছাচারি হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাদের যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের দুর্নীতি করার প্রবণতা কমে আসবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে মি. 'ক' এর দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. 'ক' এর সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶৬ মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সী-ফুড নামক একটি কোম্পানির মালিক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদানকারী যে নয়টি কোম্পানির নাম প্রকাশ করেছে 'সী-ফুড' তার অন্যতম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই কোম্পানিগুলোকে মূল্য সংযোজন কর প্রদানে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করবে।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মকবুল সাহেব চাকরি জীবনে যে সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "মকবুল সাহেব একজন দেশপ্রেমিক"— ব্যাখ্যা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Maximilian Karl Emil Weber, ১৮৬৪-১৯২০)।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মকবুল সাহেব চাকরি জীবনে আমলাতন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন।

'আমলা' শব্দের অর্থ আদেশ পালনকারী ও বাস্তবায়নকারী। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলে। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার (Herman Finer) আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।

উদ্দীপকের মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা আমলাতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আমলাতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

https://teachingbd24.com

প্রথমত, স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয়ত, পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

চতুর্থত, কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ব্যক্তিগত ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।

পঞ্চমত, আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্র ব্যতীত কোনো দেশের পক্ষেই সরকারি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মকবুল সাহেবকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নিজের দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশাত্ববোধ বা দেশপ্রেম (Patriotism) বলে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসা, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। যেমন: দেশের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ স্বীকার, নিয়মিত কর পরিশোধ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন, যা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার বর্তমানে তিনি সী-ফুড নামক একটি কোম্পানির মালিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কোম্পানিটি জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর বা VAT (Value Added Tax) প্রদানকারী অন্যতম কোম্পানি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা NBR (National Board of Revenue) কর্তৃক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। অর্থাৎ মকবুল সাহেবের কোম্পানি সঠিকভাবে রাষ্ট্রকে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করে। নিয়মিত ও সঠিকভাবে কর প্রদান করা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা মকবুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, মকবুল সাহেব দেশকে ভালোবেসে এবং দেশের প্রতি অনুগত থেকে চাকরি জীবনে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার তার মালিকানাধীন 'সী ফুড' কোম্পানিটিও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নিয়মিত মূল্য সংযোজন কর প্রদান করে। সুতরাং, মকবুল সাহেব প্রকৃতপক্ষেই একজন দেশপ্রেমিক।

প্রশ্ন ▶ ৭ মিনা ও রিনা দুই বান্ধবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। মিনার বাবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি, আর রিনার বাবা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মিনা ও রিনা তাদের বাবার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছিল। মিনা বলল তার বাবা সরকারি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। রিনা বলল তার বাবা সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নে সহযোগিতা এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। তারা দুজনে একমত হয় যে, সরকারের মেয়াদ শেষ হলে মিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু রিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয় না। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭; নওগাঁ সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. 'Kratin' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পদসোপান বলতে কী বোঝ? ২

গ. রিনার বাবা কোন ধরনের কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিনার বাবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রিনার বাবার সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, তুমি কি একমত উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক Kratin শব্দের অর্থ 'শাসন'।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসকে বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণসরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব • সিনিয়র সহকারি সচিব • উপসচিব • যুগ্মসচিব • অতিরিক্ত সচিব • সচিব • সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকের রিনার বাবা একজন আমলা। তিনি আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্র হলো সে সব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত। বেতন ভোগী এবং দক্ষ। আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্র বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন আমলাতন্ত্রের মৌলিক কাজ। আমলারা আইন প্রণয়নের কাজেও অংশ নিয়ে থাকে। তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া বিল আকারে রাজনৈতিক নেতারা সংসদে উত্থাপন করেন। আমলারা সরকারকে নীতি প্রণয়নে পদ্ধতিগত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিচার সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ আমলাতন্ত্রের অন্যতম কাজ। অনেক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কাজ সাধারণ আদালতে হয় না। আমলাতন্ত্র বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে এসব বিচার করে থাকে এবং দ্রুত জনগণের সমস্যার প্রতিকার হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে আমলাতন্ত্র। এছাড়াও আমলারা শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা প্রভৃতি কাজ করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিনার বাবা সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করেন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। সরকারের মেয়াদ শেষ হলেও রিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয় না। অর্থাৎ, তিনি একজন স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। রিনার বাবার কার্যক্রমের সাথে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রিনার বাবা আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

Teachingbd24.com

ঘ মিনার বাবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রিনার বাবার সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মিনার বাবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। তিনি সরকারি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে মিনার বাবা আইনসভার একজন সদস্য। অন্যদিকে, রিনার বাবা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা আমলা। প্রশ্নে বলা হয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার সদস্যরা আমলাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। এ বক্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত।

আইন বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলি অনেক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভাকে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের জন্য যে দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভার সদস্য কিংবা রাজনৈতিক প্রশাসকদের তা থাকে না। কিন্তু এসব বিষয়ে আমলারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন বিভাগ আইনের মূলনীতিগুলোকে নির্ধারণ করে সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব শাসন বিভাগের হাতে অর্পণ করে। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমলারা প্রয়োজনীয় নির্দেশ, নিয়ম-কানুন তৈরি করে অসম্পূর্ণ আইনকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য সচেষ্ট হন। এভাবে আমলারা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' (Delegated Legislation) বা 'প্রশাসনিক দপ্তর-প্রণীত আইন' (Departmental Legislation) বলে অভিহিত করা হয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আইনসভার সদস্যরা আইন প্রণয়নের জন্য আমলাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল— কথাটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ মুনমুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

[সি. বো., য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ১১]

ক. আমলা শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে? ১

খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনমুনের মত নিয়োগপ্রাপ্তদের একত্রে কী বলা হয়? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটি ব্যতীত মুনমুনের আরো অনেক কাজ রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমলা' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে মুনমুন সরকারের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। অর্থাৎ, মুনমুন আলাতন্ত্রের একজন কর্মকর্তা। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং মুনমুনকে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ করতে হয়। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো—

আমলাদের প্রধান কাজ হলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করা। সরকারি কর্মচারীগণ অর্থাৎ আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আমলারা আইন প্রণয়নে সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে আইনসভায় উত্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন।

আমলারা বিচার সংক্রান্ত কাজও করেন। ট্রেড মার্ক, জমি ক্রয়-বিক্রয়, রেজিস্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমলারাই আইন মোতাবেক অনেক বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। আমলারাই এ সব বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

আমলাদের কিছু রুটিনমাফিক কাজ আছে। আমলারা সরকারি বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক কাজগুলো রুটিনমাফিক সম্পন্ন করেন।

আমলাতন্ত্র আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান প্রদান করে থাকেন। আমলাদের পরিবেশিত তথ্যাদিই সরকার দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে থাকে।

আমলারা অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। দক্ষ, অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাদেরও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনমুনের নানাবিধ কাজ এটাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ সিরাজ সাহেব একজন উদ্যোক্তা। তিনি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার উদ্দেশ্যে কিছু জমি ক্রয় করার পর সরকারের অনুমতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এরপর দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ধরনা দেওয়ার পরও তিনি অনুমতি পাননি। এমতাবস্থায় তিনি এ বিষয়ে সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. মন্ত্রণালয়ের এরূপ অবস্থার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কীভাবে এরূপ অবস্থা হতে মন্ত্রণালয়কে মুক্ত করা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা দূর করার মাধ্যমে এরূপ অবস্থা হতে মন্ত্রণালয়কে মুক্ত করা যায়।

উদ্দীপকের উদ্যোক্তা সিরাজ সাহেব শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতি পেতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তিনি অনুমতি পাননি। তাই মন্ত্রণালয়কে এরূপ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে আমার মত হলো—

মন্ত্রণালয়ের উক্ত অবস্থা দূর করার জন্য আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন হতে হবে এবং জনকল্যাণে কাজ করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এতে দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের যথাযথ দায়িত্বশীলতা

Teachingbd24.com

নিশ্চিত হলে জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থপূর্ণ হবে। দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই মন্ত্রণালয় উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা থেকে মুক্ত হবে। আমলাদের মধ্যে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে জনগণ সঠিক সেবা পাবে। যেসব নিম্নস্তরের আমলা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তাদের দ্বারা জনগণ সঠিক সেবা পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে উচ্চস্তরের আমলারা নজরদারি করবেন । তাছাড়া আমলাতন্ত্রকে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারাও জবাবদিহিতার মধ্যে আনয়ন করে মন্ত্রণালয়ের উক্ত অবস্থা দূর করা যায়। আবার আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে উচ্চস্তরে কেন্দ্রীভূত করে না রেখে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা নিম্নস্তরে হস্তান্তর করে আমলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে হবে। তাহলে জনগণ দ্রুত আমলাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারবে। তাহলে উদ্দীপকের মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার সমস্যা দূর হবে। এছাড়া আমলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, সেবক এই মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং সেবা প্রদানের অলসতা দূর করতে হবে। সর্বোপরি আমলাদের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মন্ত্রণালয় কখনই কাম্য নয়। মন্ত্রণালয়কে উক্ত অবস্থা হতে মুক্ত করতে হলে ওপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ রাকীব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাস করেছে। সে বি.সি.এস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করতে চায়। সে মনে করে প্রশাসক হলে অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশি জনসেবা করা যাবে। সোহাগ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এস.এস ডিগ্রি অর্জন করেছে। সে রাকীবকে বলে, প্রশাসকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে। কিন্তু রাকীব মনে করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা থাকলে অবশ্যই জনসেবা নিশ্চিত করা যায়। *[রা.বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাকীব ও সোহাগের কথোপকথন কোন সংগঠনের ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোহাগের উক্তির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে সোহাগের উক্তি হলো 'প্রশাসকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে।' এ উক্তির সাথে আমি একমত।

আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু জনগণের প্রয়োজনে প্রশাসকরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, চাকরির পরীক্ষায় দেখা যায় যে বছরের শুরুতে একটি পরীক্ষা হয়েছে এবং বছরের শেষেও ঐ চাকরির নিয়োগ দিতে পারে না। পরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের দিকে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসকেরা মূল ভূমিকা পালন করে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, প্রশাসকরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনেক সময় নেয়। আমলারা রাষ্ট্রের মূল প্রশাসক। রাষ্ট্রের মূল প্রশাসক হিসেবে আমলারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা দেশের উন্নয়ন করলেও তা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রশাসকদের পদসোপান ভিত্তিক কাজ করার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও অনেক বিলম্ব হয়। এছাড়াও প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনেক বিলম্ব হয়। সর্বোপরি আমলারা কর্মমুখর রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করলেও তাদের সেই আইন প্রণয়নের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। আর সরকারি কাজে আমলাদের অতি আধুনিকতার কারণে যে দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম হয় তাতে জনগণকে সরকারি সেবা লাভে ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রশাসকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব 'ক' সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি তার পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি পেনশনের টাকা না পেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিতে যান। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব 'ক' কে পেনশনের টাকা দ্রুত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন। দেরিতে হলেও জনাব 'ক' পেনশনের টাকা পান। *[দি.বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. স্বচ্ছতা কাকে বলে? ১

খ. আমলারা কীভাবে আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের কোন কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা সময়মতো না পাওয়ার জন্য আমলাতন্ত্রের লালফিতার দৌরাত্ম্যই দায়ী– তুমি কি একমত? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো অনিয়ম পরিহার করে কোনো কাজ নিয়মনীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য বহুসংখ্যক আইন বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আইনসভায় উপস্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়, অর্থ-ব্যাংক-বিমা সম্পর্কিত বিষয়ে খসড়া বিল তৈরিতে আইন ও অর্থমন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রের জটিল প্রকৃতির আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা রাজনৈতিক প্রশাসকদের থাকে না। ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভা অনেক সময় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এক্ষেত্রে আমলাদেরকেই এসকল দায়িত্ব পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনামূলক কাজকে নির্দেশ করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠনের পর সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এককভাবে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে। আমলাতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের বহুমুখী কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আমলারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসক হিসেবে নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে

Teachingbd24.com

থাকেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা। আমলাগণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উচ্চ পর্যায়ের আমলাগণ অধঃস্তন আমলাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পেনশনের টাকা অনুমোদন, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করেন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার কাজ হিসেবে ঊর্ধ্বতন আমলাগণ অধস্তনদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সাময়িক বা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তব রূপদান করার কাজও আমলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এভাবে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমলারা প্রয়োজনে নিয়মকানুন প্রণয়ন করে প্রশাসনের ভারসাম্য এবং উৎকর্ষ রক্ষা করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনামূলক কাজ।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব সিরাজুল ইসলাম একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মেধা ও যোগ্যতাবলে তিনি পদোন্নতি পেয়েছেন। একবার অডিটর নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ পরীক্ষায় তার ছোট ভাই অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় ছোট ভাই চাকরি পাননি। এমনকি চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকে তাকে উৎকোচ দিতে চাইলেও তিনি তা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ লোকদের নিয়োগদান করেন। *[কু.বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ১

খ. সরকারের বিভাগসমূহের আলাদাভাবে কাজ করা সম্পর্কিত নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব সিরাজুল ইসলামের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় জনাব সিরাজুল ইসলামের কর্মকাণ্ড কতটুকু কার্যকর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ সরকারের বিভাগসমূহের আলাদাভাবে কাজ করার নীতিটি হলো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ হলো সরকারের কাজকে তিনটি ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভক্ত করা। এ তিনটি বিভাগ হচ্ছে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ স্ব-স্ব ক্ষেত্রের কাজ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্থাৎ এ নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং বিচারবিভাগ বিচারকার্য সম্পাদন করবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. আরমান ও মি. শফিক দুই বন্ধু। মি. আরমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করেন এবং সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেন। মি. শফিক স্থানীয় পর্যায়ে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে থাকেন। বিপদে-আপদে মানুষের সাহায্য করেন। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের অপর নাম কী? ১

খ. আমলাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. মি. আরমান সাহেবের ভূমিকা কী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. মি. শফিক সাহেবের ভূমিকা কোন মূল্যবোধের সহায়ক এবং কীভাবে? মূল্যায়ন কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের অপর নাম হলো দপ্তর সরকার (Desk Government)।

খ আমলাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতাকে লালফিতার দৌরাত্ম্য বলে।

আমলাতন্ত্রের একটি বড় ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের নজিরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে অতি আনুষ্ঠানিকতা পালনকে লালফিতার দৌরাত্ম্য বলা হয়। আমলাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পদসোপান ভিত্তিতে কাগজপত্রের অনুমোদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এতে নাগরিকের মানবিক দিক উপেক্ষিত হয় এবং হয়রানি বেড়ে যায়।

গ মি. আরমান সাহেবের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সেবার পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের আমলা শ্রেণিকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হয়, যাতে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর যথাযথ সেবা জনগণের কাছে সহজে পৌঁছায়।

উদ্দীপকের মি. আরমান সাহেবের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করেন এবং সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেন। অর্থাৎ আরমান সাহেব একজন আমলা বা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। তার এরূপ ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

ঘ মি. শফিক সাহেবের ভূমিকা নৈতিক মূল্যবোধের সহায়ক।

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ- যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে। এতে মানুষ মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা নৈতিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করা, ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণ থেকে মুক্ত করা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধের পর্যায়ভুক্ত।

উদ্দীপকের মি. শফিক সাহেব স্থানীয় পর্যায়ে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে থাকেন এবং বিপদে-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। মি. শফিক সাহেবের এরূপ ভূমিকা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের বিবেক বুদ্ধি থেকে উৎসারিত। আইনগত মূল্যবোধের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যেখানে আইনগত মূল্যবোধের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে পরিচালিত করে। যেমনটি উদ্দীপকের শফিক সাহেবের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি ২০ বছর ধরে কাজ করছেন। মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেও তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। *[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির পদসোপান সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা কতটুকু নিশ্চিত হবে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

Teachingbd24.com

খ জাতীয়তাবাদ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি ও চেতনা যা একটি জনসমাজকে অন্যদের থেকে পৃথক করে।

ভৌগোলিক, বংশগত, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে সম-আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এ জাতীয়তাবোধ যখন দেশপ্রেমের সাথে যুক্ত হয় তখন জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে এটি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি আমলাতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ, রাজনীতি নিরপেক্ষ, সরকারি চাকরিজীবী শ্রেণি, যারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব মাইকেল একজন সরকারি কর্মকর্তা। যিনি ২০ বছর ধরে সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছেন।

আমলারা একটি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাদের কাজ করেন। যা পদসোপান নীতি নামে পরিচিত। এ নীতি অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তা পর্যন্ত সকল পদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পদসোপান নীতির ফলে প্রত্যেক আমলাই তার কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। আমলাদের সাংগঠনিক পদসোপানটি নিম্নরূপ–

সিনিয়র সচিব
↓
সচিব
↓
অতিরিক্ত সচিব
↓
যুগ্ম সচিব
↓
উপ-সচিব
↓
সিনিয়র সহকারী সচিব
↓
সহকারী সচিব

ঘ উদ্দীপকের জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা নিশ্চিত হবে না।

উদ্দীপকের জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। অর্থাৎ জনাব মাইকেল আমলাতন্ত্রের একজন সদস্য। আমলাতন্ত্রের যথাযথ কার্যক্রমের ওপর সুশাসন অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর এর জন্য আমলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠায় আমলাদের হতে হবে দায়িত্বশীল, জনকল্যাণকামী। তাদেরকে জনসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দ্রুত সময়ে নাগরিক সেবা প্রদান করতে হবে। অযথা নিয়মের বাড়াবাড়ি বা আনুষ্ঠানিকতার নামে নাগরিকদের হয়রানি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ সুশাসন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠায় আমলাদেরকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য, জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সাথে জনসেবা প্রদান করতে হবে।

কিন্তু উদ্দীপকের আমলা জনাব মাইকেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার অজুহাতে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। জনাব মাইকেলের এমন কর্মকাণ্ডে জনসেবা ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হবে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জনাব মাইকেলের কর্মকাণ্ডে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব মাইকেলের কর্মকাণ্ডে জনসেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে না।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. 'ক' এবং মি. 'খ' উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মকর্তা। মি. 'ক' বিশ্বাস করেন উচ্চপদস্থ হলেও তিনি সাংবিধানিকভাবে জনগণের সেবক। তার উচিত রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন।

[য. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সুশাসনের জন্য অন্তরায়'— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' উত্তর দেখো।

গ সুশাসনের জন্য আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, যা সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

প্রকৃতপক্ষে, আমলারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলেও তারা সাংবিধানিকভাবে সরকারের কাজকর্ম পরিচালনাকারী এবং জনগণের সেবক। আর আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে রাজনীতি নিরপেক্ষতা, সততা, দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি। কোনো আমলা যদি রাজনীতি নিরপেক্ষ না হন তবে তিনি সকল সরকারের সময়ে জনগণের সেবা সমানভাবে করবেন না। তার মতাদর্শের সরকার ক্ষমতায় থাকলে তিনি সেবকের বদলে প্রভুর মতো আচরণ করবেন। উপরন্তু নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মনে করবেন। এমন মনোভাব সম্পন্ন আমলা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন। তাদের কাছ থেকে জনগণ সেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হবে। এ ধরনের মনোভাব সুশাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং বলা যায়, মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সুশাসনের অন্তরায়।

উদ্দীপকের মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। তার এ কর্মকাণ্ড আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর মানসিকতায় আদর্শ আমলাতন্ত্রের বদলে জনবিচ্ছিন্ন ও সুশাসনের জন্য অনুপযোগী আমলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ জন্য মি. 'খ' এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মি. 'খ' উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মকর্তা। অর্থাৎ তিনি একজন আমলা। মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ড আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। তাই তার মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি তাহলো—

আমলারা জনগণের শাসক নয় বরং সেবক। মি. 'খ' এর মধ্যে যাতে এ ধরনের মানসিকতা তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফলে মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে না করে জনগণের বন্ধু বা সেবক ভাবার শিক্ষা গ্রহণ করবে। তার জনসেবার মনোভাব গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মি. 'খ'-এর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা

Teachingbd24.com

হলে তার দুর্নীতিপরায়ণতা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। এছাড়া সুশাসনের জন্য উপযোগী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা ভঙ্গকারী আমলাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মি. 'খ'-এর সৎ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে তার মধ্যে বিদ্যমান স্বজনপ্রীতি অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরে আলোচিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে মি. 'খ'-এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত হবে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব সুমন সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি তার অফিসে সিটিজেন চার্টার টানিয়েছেন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছেন। তিনি নিজে কোনো ফাইল আটকে রাখেন না। *[বি. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব সুমনের কার্যক্রমে আমলাতন্ত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুমনের আচরণ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)।

খ স্থানীয় সরকার হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থা।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা চালুর ফলে ক্ষমতার বিভাজন ঘটে। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সহজ হয় এবং দুর্নীতির মাত্রা কমে যায়। যার ফলে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়। জনগণ অতি সহজেই উন্নত সেবা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা— ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা ও জেলা পরিষদ।

গ জনাব সুমনের কার্যক্রমে জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকার দিকটি ফুটে উঠেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যারা আমলা নামে পরিচিত। আমলাগণ একদিকে যেমন সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে আইন প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সরকারকে সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব সুমন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অফিসে সিটিজেন চার্টার টানিয়েছেন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছেন। তিনি তার অফিসে কোনো ফাইল আটকে রাখেন না। এ ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই আমলাদের সাথে জনগণের সেতুবন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, আমলাতন্ত্র জনগণের প্রভু নয় বরং জনসেবক। সকল সময়ে জনগণের সেবা করা তাদের কর্তব্য। উল্লিখিত ঘটনায় জনাব সুমনও একই ধরনের কাজ করেছেন।

ঘ সুমনের আচরণ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যতম প্রশাসনিক অংশ হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে কাজ হয়ে থাকে। আমলাতন্ত্র ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশাসনের প্রধান সমস্যা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি প্রশাসনের অর্জন ম্লান করে দেয়। এবং রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। উদ্দীপকে জনাব সুমন একজন সরকারি আমলা হয়ে তিনি জনকল্যাণ সাধনে উক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, যা সুশাসন অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক।

বাংলাদেশের আমলাশ্রেণী যদি সুমনের মতো জনকল্যাণ ও সেবার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তা হলে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত হবে। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথ প্রসার করবে। মূলত সুশাসনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা এবং সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

উদ্দীপকের জনাব সুমনের কার্যক্রমের ন্যায় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় বর্তমানে সিটিজেন চার্টার ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে জনগণের সরকারি তথ্য ও সেবা পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। কাজেই এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আমলা শ্রেণিকে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সুশাসন অর্জিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুমনের কার্যক্রম বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶১৭ মি. সাহাবউদ্দিন একজন সরকারি দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যেটা মূলত পদসোপান ভিত্তিক। তিনি তার ছেলেকে বুঝিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য থাকেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ম্যাক্স ওয়েবার কে ছিলেন? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উদ্দীপকের উক্ত ধারণাটির কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাক্স ওয়েবার ছিলেন একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের আমলাতন্ত্র ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

সরকারি সংগঠনের কর্মকর্তাগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সরকারি সংগঠনের সহযোগী হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং এ সংগঠন পদসোপানভিত্তিক হওয়ায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়। আর এটাই হলো আমলাতন্ত্র।

Teachingbd24.com

মি. সাহাবউদ্দিন এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তার সংগঠনটিও পদসোপান ভিত্তিক, যা আমলাতন্ত্রের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের আমলাতন্ত্র ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের অনেক কার্যাবলি রয়েছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব এই আমলাদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। বর্তমানে আমলারা বিচার সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকেন। অনেক রাষ্ট্রেই এখন কিছু বিবাদের মীমাংসা আদালতের পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে করা হয়।

সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। জনসাধারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আর একটি বড় কাজ। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার গুরু দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের এই ভূমিকা সরকারের কাজের পরিধি, আমলাদের নৈপুণ্য ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয়, আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ চান্দনা গ্রামের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। গত বছরের ঝড়ে এলাকার মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্কুলশিক্ষক কামাল সাহেব মসজিদটি পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন এবং তারা আশ্বাস দেন অনুদান পেয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক মাস পর খোঁজ নিতে এসে দেখতে পান ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘুরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে আছে। তিনি অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তার সাথে ভাল আচরণ করেনি।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং এর উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্ব বা সিদ্ধান্তহীনতার পিছনে কোন কারণ নিহিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক? বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— 'Bureaucracy' এবং উৎপত্তিগত অর্থ হলো- 'Desk Government' বা দপ্তর সরকার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্ব বা সিদ্ধান্তহীনতার পিছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ, লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, চান্দনা গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। উদ্দীপকের এ ঘটনা আমলাতন্ত্রের জটিলতা তথা লালফিতার দৌরাত্ম্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্বের কারণ হলো প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা তথা লালফিতার দৌরাত্ম্য। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চান্দনা গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের চান্দনা গ্রাম যে দেশের অন্তর্ভুক্ত সে দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, বরং তারা জনগণের সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমলাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। প্রশাসনিক কাজকর্মে আমলাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমলারা যাতে স্বেচ্ছাচারী হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাদের যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের দুর্নীতি করার প্রবণতা কমে আসবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ, 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন একটি আমলা প্রশাসন গড়ে তোলা উচিত যারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক বলে ভাববেন। এ জন্য আমলাদেরকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ। সাবধান থাকতে হবে যেন আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' বৃদ্ধি না পায়।

[টিংগী সরকারি কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১০]

https://teachingbd24.com

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১
খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. 'অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ' উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আমলাতন্ত্রের 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করা হলো—

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়।

'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়। Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত হয়। সে সময়ে সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। এখান থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি। আমলারা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক (Formal)। সবকিছুই তারা করতে চান প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেদন আমলাতন্ত্রের ফাইলের 'লালফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। জনগণের হয়রানি বেড়ে যায়। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের মুহূর্তেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এর ফলে শুধু আমলাতন্ত্রই অপ্রিয় হয়ে ওঠে না, নির্বাচিত সরকারও জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, অহেতুক বিলম্ব-এসব বোঝাতেই মন্দ অর্থের 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

ঘ গণতন্ত্রকে সফল করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র। কিন্তু এই আমলাতন্ত্র যদি কোনো কারণে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে তাহলে তা অবশ্যই গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত।

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের স্থায়ী, দক্ষ, বেতনভুক্ত চাকরিজীবী শ্রেণি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা নির্ভর করে সুদক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের ওপর। কিন্তু কখনো কখনো এই আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়।

আমলারা প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। ফলে তাদের মনে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার লোভ জন্ম নেয়। আর ক্ষমতালিপ্সু আমলাদের দ্বারা গণতন্ত্র ব্যাহত হতে বাধ্য।

আমলারা বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ফলে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম নেয়। তাদের কাজের অতি আনুষ্ঠানিকতার ফলে জনগণ সরকারি সেবা লাভ হতে বঞ্চিত হয়। অনেক আমলা আবার রাজনীতি নিরপেক্ষ না থাকায় তাদের কাজ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। রক্ষণশীলতাকেও গণতন্ত্রের জন্য বাধা মনে করা হয়। আমলারা স্বভাবতই রক্ষণশীল মানসিকতার হয়ে থাকেন। আমলারা প্রাচীন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেন বলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। এটি গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায়, আমলাদের যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যা তাহলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তবে এই আমলাতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে মূলকথা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ যা ওপরের আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মি. সফিক অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা উঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'ব্যানবেইস'—এ যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না। পরবর্তী সময়ে তিনি অনেকটা আশা ছেড়েই দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের নেতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়ের ইতিবাচক দিকও রয়েছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে।

আমলাতন্ত্রের প্রচলিত ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে, আগের নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। এর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় বিভিন্ন দপ্তরে বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বন্দি হয়ে থাকে। এতে জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যায়। আমলাতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হলো কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রিতা। একটি তুচ্ছ কাজ বা অতি অল্প সময়ে হয়ে যাওয়ার মতো কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. সফিক অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা ওঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'ব্যানবেইস' এ যোগাযোগ করেও সুফল পেতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি এ বিষয়ে অনেকটা আশা ছেড়ে দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনায় আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলো ফুটে উঠলেও আমলাতন্ত্রের অনেক ইতিবাচক দিকও বিদ্যমান।

আমলাতন্ত্র একটি দক্ষ, স্থায়ী, বেতনভুক্ত, পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। এ সংগঠন আইনের ভিত্তিতে গঠিত। আমলারা আইন অনুযায়ী তাদের কাজ সম্পন্ন করেন। তারা আইন প্রণয়নে আইন বিভাগকে সহায়তা করেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন আমলারাই বাস্তবায়ন ও কার্যকর করেন। আমলাতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি আরোপ করে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ কারণেই আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber আমলাতন্ত্রকে আইনগত ও যুক্তিসংগত মডেল হিসেবে দেখেছেন। আমলাতন্ত্র সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি যেকোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রসর করে। তাই আমলাতন্ত্রকে আধুনিকতার অন্যতম বাহন বলা যায়। বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত আমলাতন্ত্রের প্রত্যেকটি স্তরে নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিটি স্তরেই তার ঊর্ধ্বতন কোনো নির্দিষ্ট স্তরের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়া আমলারা নিজ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমলাতন্ত্রের ইতিবাচক দিকগুলো প্রতীয়মান। এর নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জাহিদ হাসান একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারের উঁচু পদে নিয়োগ লাভ করেন। নিয়োগ প্রাপ্তির পর সে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং এত বেশি আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়েন যে, এক পর্যায়ে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন সরকারের নীতি আদর্শ বাস্তবায়নই তার কাজ এবং সরকারের নির্দেশনা মেনে চললে জনগণের বন্ধু হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার এ ধারণা সঠিক নয়। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পদসোপান কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসান বাংলাদেশের যে সংগঠনের সদস্য তার দুটি প্রধান কাজ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সংগঠনটি কীভাবে জনগণের মঙ্গলে ব্যবহার করা যায় ব্যাখ্যা করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদসোপান হলো আমলাতন্ত্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের শ্রেণিবিন্যাস।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের জাহিদ হাসান বাংলাদেশে যে সংগঠনের সেটি হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের দুইটি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

আমলাতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা। সরকারি কর্মচারীরা আইনসভার মাধ্যমে প্রণীত আইনের সাহায্যে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। প্রকৃতপক্ষে আমলারা সরকারি নীতি ও আইন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করে থাকেন।

আমলারা সরকারি আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখে। বস্তুতপক্ষে সরকারি কর্মচারীরাই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation) প্রণয়ন করেন। বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের জন্য বহুসংখ্যক আইন বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া এখানকার জটিল প্রকৃতির আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা রাজনৈতিক প্রশাসকদের থাকে না। তাই আমলাদের হাতেই দায়িত্ব ছাড়তে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভা আইনের মূল কাঠামো রচনা করে দেয় এবং আইনের ফাঁকগুলো পূরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করে শাসন বিভাগের ওপর। শাসন বিভাগের এই দায়িত্ব পালন করে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বা আমলারা। আইনের ব্যাখ্যা ও উপ-আইনের সাহায্যে তারা আইনের ফাঁকগুলো পূরণ করেন।

ঘ উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সংগঠনটি অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। আদর্শ, দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমলারা জনসেবার মাধ্যমে জনগণের বন্ধুতে পরিণত হতে পারেন। জনগণের মঙ্গলে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

আমলারা সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য সরকার রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, সেতু, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা করে। আর এই সব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে আমলাতন্ত্র। সরকারের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার ফলে আমলারা জনগণের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমলাদের কাছে তুলে ধরে। আমলারা জনগণের দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করে। এভাবে আমলাতন্ত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে থাকে। আমলারা তাদের পেশাগত কাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করে থাকেন। জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি, অভাব-অভিযোগ আমলাদের কাছে তুলে ধরে। আমলারা জনগণের কথা শুনে দাবি পূরণের আশ্বাস প্রদান করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তারা সরকারের কাছে আলোচনা করে জনগণের দাবি পূরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। বাংলাদেশের মতো দেশে প্রায়ই বন্যা, প্লাবন, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি আঘাত করে এবং জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমলারা সরকারের পক্ষ থেকে সবার আগে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। আমলারাই সর্বপ্রথম উদ্ধার তৎপরতা এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে ও জনগণের জানমাল রক্ষা করার চেষ্টা করে।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্র তথা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সরকার আমলাদের মাধ্যমে পুলিশ, আনসার ইত্যাদি নিয়োগ করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয় সে দিকটি বিবেচনায় রাখতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনগণের মঙ্গলের জন্য আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২২ পৌরনীতি ক্লাস নিচ্ছিলেন মি. রফিক। তিনি বললেন সরকারের দুটি অংশ আছে একটি রাজনৈতিক অংশ, অপরটি অরাজনৈতিক অংশ। আমি আজ অরাজনৈতিক অংশ নিয়ে আলোচনা বলবো। এর পর তিনি আলোচনা শুরু করেন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২
গ. আমলাতন্ত্রের কাজগুলি কি কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিশ্চিত করতে হলে রাজনীতি নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই।' আলোচনা করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Burecucracy'.

খ আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে আমলাতন্ত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো—
আমলাতন্ত্র হলো প্রশাসনে দক্ষ, স্থায়ী ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী শ্রেণি। আমলাতন্ত্রের মধ্যে দক্ষতা, সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র, পদসোপান নীতি, নিরপেক্ষতা, আনুষ্ঠানিকতা, স্থায়িত্ব, সৎ এবং পরিশ্রমী এসব বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

গ আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার উন্নতমান অর্জন করতে আমলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র জনকল্যাণমূলক বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।
আমলাতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সরকারি আমলাদের। আমলাতন্ত্রের দক্ষ প্রশাসকগণ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি আমলারা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকেন।
প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় দেশের শাসন কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা আমলাদের অন্যতম দায়িত্ব। গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও আমলারা শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে সর্বদা প্রশাসনিক কাঠামোকে অটুট রাখে। আমলারা সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। সে জন্য সরকারের সকল বিষয়ে সঠিক সংবাদ ও তথ্যাদি সরবরাহের ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রশাসনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রভৃতি দায়িত্বও আমলাতন্ত্রে পালন করতে হয়। আমলারা দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরস্পর বিরোধী দাবি দাওয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দাবি নিয়ন্ত্রণ করেন। এর পাশাপাশি আমলাতন্ত্র বিচার সংক্রান্ত কাজ, সামাজিক পরিবর্তন কার্যকর করা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করাসহ নানা উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহুবিদ ও জটিল কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় আমলাতন্ত্রের। এই জটিল কাজগুলো সম্পাদন করে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে দক্ষ ও নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই।
আমলাতন্ত্র হচ্ছে আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। আমলাতন্ত্র একটি প্রশাসনে অরাজনৈতিক অংশরূপে নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের রাজনৈতিক পদাধিকার, পরামর্শ দান, শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন প্রভৃতি কার্যাবলির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মূলত আমলাতন্ত্রের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।
আমলাতন্ত্রের সফল কার্যাবলির মাধ্যমেই দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু এই সফলতার আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা আবশ্যক। আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা বলতে বুঝায় আমলাদের মধ্যে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বা আচরণের অনুপস্থিতিকে। আমলাদেরকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে নিয়মসিদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু আমলারা যদি পক্ষাপাতিত্ব করেন তবে সরকারি সেবা জনগণ সুষমভাবে পাবে না। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে প্রশাসনে দলীয়করণ ঘটবে ফলে আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ভেঙ্গে পড়বে। আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ ব্যাহত হবে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নিরপেক্ষতা আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সমরেশ চট্টোপাধ্যায় সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে সদ্য প্রশাসনিক ক্যাডারে যোগদান করেছেন। পিএ.টি.সিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তিনি সরকারি চাকুরির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে তিনি দেশপ্রেম অবিচল হয়ে কাজ করবেন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৭]

ক. দেশপ্রেম কী? ১
খ. আমলাতন্ত্র বলতে তুমি কী বোঝ? ২
গ. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক যে সমস্যা বিদ্যমান তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।
আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে সংগঠিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সমরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সমন্বিত রূপই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো—
স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারে।
আমলাতন্ত্রের নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
পদসোপান নীতি আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কমকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আমলারা কোন প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।
আনুষ্ঠানিকতা আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এখানে সকল কাজ বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে করা হয়। সমস্ত কাজই হয় রুটিন মাফিক। আমলাদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকে। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। আমলাদের নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। জ্যেষ্ঠতা এবং সাফল্য এই দুই মানদন্ডে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

https://teachingbd24.com

ঘ আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনা অভাব নেই। আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের পাশাপাশি এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও ভাবিয়ে তুলছে। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক সমস্যাসমূহ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করা হলো।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি হলো জনসেবা সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা। জনগণের ভালো-মন্দ দেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমলারা খুব একটা মনোনিবেশ করে না। ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতা বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের আরেকটি সমস্যা। আমলারা যেকোনো কাজে অথবা কালক্ষেপন করে কাজের গতি কমিয়ে দেয়। যার ফলে জনগণ দ্রুত প্রত্যাশিত সেবা পায় না। বাংলাদেশের আমলারা রক্ষণশীল। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে। তারা জনসেবাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার নামে সরকারি আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-নীতির প্রতি অবিচল থাকার কারণে তারা সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে বিভাগীয় মনোভাব প্রবল। এখানে আন্তঃ বিভাগ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্যের ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগ বা দফতরের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। ফলে আন্তঃ বিভাগীয় বিরোধ সৃষ্টি হয়। দেশের আমলারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে জড়িত। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ক্ষমতার লোভে তারা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বাধা দিতে কুণ্ঠবোধ করে না। অনেক সময় তারা সরকারি নীতি নির্ধারণেও অন্যায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। সর্বোপরি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অভাব প্রবলভাবেই বিদ্যমান রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাদের অনেক সফলতা থাকলেও আমলাতন্ত্র একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। উদাসীনতা, দীর্ঘসূত্রিতা, রক্ষণশীলতা, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি দোষে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র দুষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি ১০ বছর ধরে কাজ করছেন। মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেও তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিন নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ৯]

ক. জনসেবা কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির পদসোপান সম্পর্কে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা কতটুকু নিশ্চিত হবে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ইফতেখার সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। স্বল্প বেতনের সংসারে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবর আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি আবেদন করেন। বিধি মোতাবেক যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে তার সাহায্য পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ততদিনে ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান।

[বিএন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. আমলাতন্ত্রের অর্থ কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বুঝ? ২

গ. ইফতেখার সাহেবের অর্থপ্রাপ্তির বিলম্ব হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জটিলতা নিরসনে নিজস্ব মতামত দাও। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের অর্থ Desk Government বা দফতর সরকার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ ইফতেখার সাহেবের অর্থপ্রাপ্তির বিলম্ব হওয়ার কারণ হলো আমলাতন্ত্রের অন্যতম সীমাবদ্ধতা লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়।

উদ্দীপকের ইফতেখার একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করেন। বিধি মোতাবেক জাতীয় দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পন্ন হয়ে তার সাহায্য পেতে দেরি হয়। কিন্তু ততদিনে ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান। উদ্দীপকের ইফতেখার সাহেবের সহায়তা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ার কারণটি হলো প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘসূত্রিতা যা লালফিতার দৌরাত্ম্য নামে পরিচিত। লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পন্ন করার মাধ্যমে সেবা প্রদানে অনেক সময় লেগে যায়, যা নাগরিকের ভোগান্তি ঘটায়। উদ্দীপকের ইফতেখার সাহেবের ক্ষেত্রেও লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ায় ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ইফতেখার সাহেবের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা যায় তার কারণ হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। লালফিতার দৌরাত্ম্য সমস্যাটি নিরসনকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

Teachingbd24.com

আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সরকার এবং জনগণ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। সরকার যদি দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখে এবং আমলাদের কর্মকাণ্ডে চাপ প্রয়োগ করে তাহলে আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তারা জনগণের শাসক নয় বরং সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের যদি যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয় তাহলে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে। প্রশাসনিক কাজকর্মে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। এছাড়াও উপযোগী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তা ভঙ্গকারী আমলাদেরকে শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা যেতে পারে। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লালফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করার জন্য ই-গভর্নেন্স চালু সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা পেলে আমলাদের তথা প্রশাসনের গতি বৃদ্ধি করে। ফলে নাগরিক সেবা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার বা লালফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আকলিমা আক্তার সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। সরকার আকলিমা আক্তারের মতো দক্ষ জনবল-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। *[নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ ▌প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারের বিভাগ কয়টি? ১
খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আকলিমা আক্তারের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত কর্মপদ্ধতির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিভাগ তিনটি।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আমলারা বড় বেশি আনুষ্ঠানিক। এ কারণে তারা সমস্যার মানবিক দিক ও বাস্তব ফলাফলকে উপেক্ষা করে যে কোন কাজকে প্রশাসনিক পুরোনো নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের বাধনে বাঁধতে চান। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব আরিফ রহমান একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। চাকরি জীবনে তিনি সর্বদা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালন করেছেন। চাকরির শেষ পর্যায়ে তিনি সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে তার সহকর্মী রহমত সাহেবের আচরণ অত্যন্ত অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ। তিনি তার কাজের ব্যাপারে উদাসীন। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১
খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আরিফ রহমানের কাজে আমলাতন্ত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে আমলারা জনবিচ্ছিন্ন" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। যার অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন।

জনসেবা মানুষের একটি মহৎ গুণ। মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিরাই কেবল জনসেবা করতে পারেন। জনসেবা করতে চাইলে উদার ও বড় মনের মানুষ হতে হয়।

গ জনাব আরিফ রহমানের কর্মময় জীবনে আমলাতন্ত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো পদসোপান নীতি নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং জনসেবা।

আমলাতন্ত্রের পদসোপান নীতি অনুসরণ করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে সকল পদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। প্রত্যেক নিম্ন স্তরের পদই কোনো উচ্চস্তরের পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা জনাব আরিফ রুটিনমাফিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমলাগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। তাদের পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। চাকরির শেষ পর্যায়ে জনাব আরিফ রহমান নিয়োগ ও পদোন্নতির ভিত্তিতেই সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। জনসেবা আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সেবা জনগণের কাছে পৌছে দেওয়াই আমলাতন্ত্রের মূল কাজ। জনসেবামূলক মানসিকতার কারণেই জনাব আরিফ রহমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা রহমত সাহেবের অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ আমলাতন্ত্রকে শুধু অপ্রিয় করে না, নির্বাচিত সরকারকেও জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়। আর অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব রহমত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তার আচরণ অত্যন্ত অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজেকে জনসেবক মনে করেন না বরং প্রভু মনে করেন। এছাড়া তিনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করেন— যা আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে বোঝায়। এই লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে আমলারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ফাইল চালাচালি করে এবং সেগুলো নিষ্পত্তি করতে অনেক সময় নেয়। এভাবে সময়ক্ষেপণের ফলে জরুরি প্রয়োজনের সময় সমস্যা সমাধান হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শুধু যে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, আমলাতন্ত্র তার আস্থা হারায় এবং সরকারও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত কারণে বলা যায়, জনগণের সাথে রহমত সাহেবের যে প্রশাসনিক সম্পর্ক, তা যদি বহাল থাকে তাহলে সুশাসন ও জনসেবা উপেক্ষিত হতে থাকবে। এর ফলে আমলাতন্ত্রই শুধু অপ্রিয় হয়ে উঠবে না, সরকারও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. 'ক' একজন সরকারি দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যেটা মূলত পদসোপান ভিত্তিক। তিনি ছেলেকে আরও বুঝিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে— বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উদ্দীপকের উক্ত ধারণাটির কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে আমলাতন্ত্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমলারা সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরোধী দাবিসমূহ সংগ্রহ করে এবং প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থের মূল্যায়ন করে এসব গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯

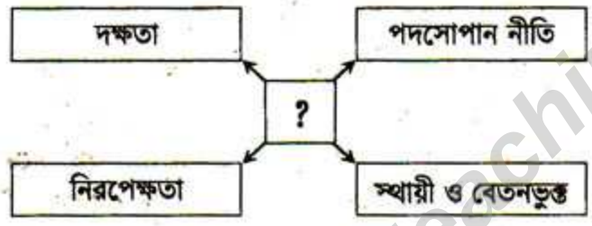

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. জনসেবা কি? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কি বোঝায়? ২

গ. '?' চিহ্নিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উদ্দীপকে উক্ত বিষয়টি বা ধারণাটির কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব এই আমলাদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। বর্তমানে আমলারা বিচার সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকেন। অনেক রাষ্ট্রেই এখন কিছু বিবাদের মীমাংসা আদালতের পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে করা হয়।

সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। জনসাধারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আর একটি বড় কাজ। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার গুরুদায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের এই ভূমিকা সরকারের কাজের পরিধি, আমলাদের নৈপুণ্য ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয়, আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রহিমা বেগম 'ক' প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। তিনি স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। কর্মক্ষেত্রে তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করেন। তার ভাই নিরপেক্ষতার জন্য তার প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তারা মনে করেন যে, স্থায়ী চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও তারা জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নন। যদিও তারা জনগণের মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করেন না।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রহিমা বেগমের চাকুরির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন ম্যাক্স ওয়েবার

খ আমলাতন্ত্রের সদস্য অর্থাৎ আমলাদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকার বিষয়টিকেই বলা হয় আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা।

আমলাগণ প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশ। তাদের ওপর অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়া তারা অন্য কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের জড়িত করেন না। ফলে প্রশাসন কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। আর এ বিষয়টিই হলো আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা।

গ উদ্দীপকের রহিমা বেগম একজন আমলা। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আমলাতন্ত্রের ধরন নিচে আলোকপাত করা হলো।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় যারা কর্মরত থাকে তারা সরকারের স্থায়ী ও বেতনভুক্ত কর্মচারী। এ ব্যবস্থায় পদসোপান নীতির ভিত্তিতে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রশাসনে অধস্তন কর্মচারীরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। আমলাতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা। কেননা, আমলাদের পদ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। দলীয় রাজনীতির সাথে তাদের

Teachingbd24.com

কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমলারা কর্মপরিধি অনুসারে প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি কর্মচারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের পর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়। আমলাতন্ত্র একটি নিয়মানুবর্তিত সংগঠন। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতেই আমলাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আমলাতন্ত্র শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। দায়িত্বশীলতা ও আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক। অধঃস্তন কর্মচারীরা যেমন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দায়ী থাকেন, তেমনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আবার মন্ত্রিপরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আমলাদের পরিচয় সাধারণত অজ্ঞাত থাকে। সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা তাদের ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করতে পারে না। আমলারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করে থাকেন। তাছাড়া সরকারের বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব আমলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ জন্য আমলারাও স্বাভাবিকভাবে জনকল্যাণ সাধনকেই তাদের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যে কৌশল অবলম্বন করা যায় তা আলোচনা করা হলো—

সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে, জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, পেশাগত, আইনগত জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে দায়িত্বশীলতা। অধস্তন আমলারা তাদের কাজের জন্য উর্ধ্বতন আমলাদের কাছে জবাবদিহি করে, আবার উর্ধ্বতন আমলারা শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে জবাবদিহি করে থাকেন। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে। এই আইনের ফলে আমলাতন্ত্রের তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা দূর হচ্ছে। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাই আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কার্যকর কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ই-গভর্নেন্সে রূপান্তর করতে পারলে আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে। আমলারা যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি আমলাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা-বৃদ্ধি করতে হবে। আমলাদের কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদানে সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ফলে আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব মামুন সাহেব কিছুদিন আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালীন ভাতা ও অন্যান্য পারিতোষিক প্রাপ্তির জন্য তিনি বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কর্তৃপক্ষ বার বার সময় নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তিনি আর্থিক সংকটে পড়ে অমানবিক জীবন কাটাচ্ছেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক কী? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বার বার সময় নেওয়া আমলাতন্ত্রের কোন দিকটির ইঙ্গিত করে ব্যাখ্যা করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করো? ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আমলাতন্ত্র হচ্ছে আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

আমলাতন্ত্র একটি প্রশাসনে অ-রাজনৈতিক অংশরূপে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের রাজনৈতিক পদাধিকারীদের পরামর্শ দান, শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন প্রভৃতি কার্যাবলির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাফল্য মূলত আমলাতন্ত্রের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে বারবার সময় নেওয়া আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্যকে ইঙ্গিত করে।

আমলাতন্ত্রের প্রচলিত ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে, আগের নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। এর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় বিভিন্ন দপ্তরে বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বন্দি হয়ে থাকে। এতে জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যায়। আমলাতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হলো কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রিতা। একটি তুচ্ছ কাজ বা অতি অল্প সময়ে হয়ে যাওয়ার মতো কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মামুন অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা ওঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি বার বার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও সুফল পেতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি এ বিষয়ে অনেকটা আশা ছেড়ে দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনায় আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রহমান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সৎ দক্ষ, ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য কর্মকর্তার মতো তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে তাদের সেবক বা প্রজাতন্ত্রে অনুগত কর্মকর্তা মনে করেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. যেসব আমলা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করেন তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমান সাহেবের মতো আমলারা দেশের উন্নতিতে কী ভূমিকা রাখতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

https://teachingbd24.com

গ যেসব আমলা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হলো আমলাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা এবং তাদের কাজের জন্য তারা জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। অন্যদিকে প্রশাসনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রশাসকদের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রশাসনিক কর্মকর্তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে যান এবং তারা জনগণের নিকট দায়ী থাকেন না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রশাসকরা জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, আর অরাজনৈতিক প্রশাসক তথা আমলারা তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন না।

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র যেমন অর্থহীন, প্রশিক্ষিত আমলা ছাড়াও তেমনি তা অচল। গণতন্ত্রের স্বার্থে উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রয়োজন। তা প্রধানত নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃজনশীল প্রত্যয় এবং প্রশাসনিক পেশাদারিত্বের ওপর, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে উভয়ের দক্ষতার ওপর। কাজেই যেসব আমলারা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে তাদের কাজের জবাবদিহিতা যদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং সেই সাথে দেশে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমান সাহেবের মত আমলারা অর্থাৎ সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ হয় তবে দেশের উন্নতিতে সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় হলো আমলাতন্ত্রে প্রচুর সমস্যা বিদ্যমান। যে কারণে দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্রই শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর, দ্রুত সাড়া প্রদানকারী ও দক্ষ ব্যবস্থায় রূপান্তরে ভূমিকা রাখে। আমলাদের ওপর দেশের শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে কেননা তারাই সরকারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আইন প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগও করে থাকে। তাই আমলাদের হতে হবে, দক্ষ, সৎ, যোগ্য, কর্মঠ এবং পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। দেশের প্রশাসন যদি সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত হয় তবে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনয়ন করলে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। সরকারি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্য প্রদানে আমলাতন্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, রহমান সাহেবের মত সৎ, দক্ষ প্রশাসনিক আমলাদের দ্বারাই দেশের সার্বিক উন্নতি ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সংগঠন কাজ করে। এই সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৭]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন হলো আমলাতন্ত্র। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।' আমলাতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন আমলাতন্ত্রের মৌলিক কাজ। আমলারা আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নিয়ে থাকে। তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া বিল আকারে রাজনৈতিক নেতারা সংসদে উত্থাপন করেন। আমলারা সরকারকে নীতি প্রণয়নে আইনগত ও পদ্ধতিগত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিচারসংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ আমলাতন্ত্রের অন্যতম কাজ। অনেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় ও আইনভঙ্গজনিত বিচার সাধারণ আদালতে হয় না। আমলাতন্ত্র বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এসব বিচার করে থাকে এবং দ্রুত জনগণের সমস্যার প্রতিকার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে আমলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে আমলাতন্ত্র। এছাড়াও আমলারা আরো অনেক কাজ করে থাকেন। যেমন- শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থে সমন্বয় সাধন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা প্রভৃতি।

ঘ রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচলনায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। তাই সুশাসনের বিষয়টিও আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে।

আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহুবিদ এবং জটিল কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় স্থায়ী ও দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আমলাতন্ত্রের দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জটিল কাজগুলো সম্পাদন করে জনসেবার মান উন্নত করে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রাশসনিক কর্মকাণ্ডের পরিপূর্ণ বিকাশ। আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসনের পথ সুগম করে।

সুশাসনের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা। আর শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই। আমলাতন্ত্রের পদসোপান নীতি আমলাদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা উভয় বৃদ্ধি করে। আমলাতন্ত্রে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের নিকট জবাবদিহি করতে বার্ধ্য থাকে। আর আমলাতন্ত্রের এই দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক।

https://teachingbd24.com

জনগণের আস্থার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। প্রশাসনের ওপর জনগণের আস্থা সৃষ্টি হলে ধরে নেওয়া হয় যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর জনগণের আস্থা সৃষ্টিতে আমলাতন্ত্র তথা গতিশীল ও জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ যেমন আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে তেমনি সুশাসনও নির্ভর করে আমলাতন্ত্রের ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ রোকেয়া ইসলাম সরকারি স্থায়ী, দক্ষ ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী। তিনি নিরপেক্ষতার ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

[জয়নাল হাজারী কলেজ, ফেনী ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রোকেয়া ইসলাম সরকারের কোন বিভাগে নিয়োজিত আছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের সমস্যা সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সেই সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ রোকেয়া ইসলাম সরকারের শাসন বিভাগে নিয়োজিত আছেন।

শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত তাকে বোঝায়। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত অংশই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সহজ কথায় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থেকে গ্রাম পুলিশ পর্যন্ত সকলে শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের ভাষায় শাসন বিভাগ হলো প্রজাতন্ত্রের সেই অংশ যার রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তাকে। যেমন: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও আমলাতন্ত্র।

উদ্দীপকে রোকেয়া ইসলাম সরকারের স্থায়ী, দক্ষ ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী এবং তিনি নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সব কারণেই বলা যায় তিনি সরকারের শাসন বিভাগ বা আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত আছেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্যেই মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন কাজ পরিচালনা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। শাসন বিভাগকে কেন্দ্র করেই শাসন কাজ পরিচালিত হয়। গঠন ও কাজের দিক হতে শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (ক) রাজনৈতিক শাসক (খ) অরাজনৈতিক শাসক। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ঘ আমলাতন্ত্রের সদস্যরা অর্থাৎ শাসন বিভাগের সদস্যরা তাদের পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।

আমলাতন্ত্র একটি দক্ষ, স্থায়ী বেতনভুক্ত, পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। এ সংগঠন আইনের ভিত্তিতে গঠিত। আমলারা আইন অনুযায়ী তাদের কাজ সম্পন্ন করেন। আমলাতন্ত্র আধুনিক সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। আমলাতন্ত্র হবে রাজনীতি নিরপেক্ষ অবেগমুক্ত ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত দক্ষ একটি আদর্শ সংগঠন। আমলার সামাজিক পরিবর্তনে যে ভূমিকা পালন করে তা অন্য কোনো সংগঠন সম্পূর্ণ করতে পারে না। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাই প্রধান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

আমলাতন্ত্র সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি যেকোনো রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আধুনিকতার দিকে ধাবিত করে। যেটি সামাজিক পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। আমলাতন্ত্র পদক্রম প্রথার ওপর নির্ভরশীল। আমলাতন্ত্র উঁচু-নিচু স্তরে বিভক্ত থাকে। যেখানে উঁচু স্তরের প্রশাসকরা নিচু স্তরের প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণে থাকেন। আমলাগণ রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে শাসন কাজ করে থাকেন। ফলে সমাজে ন্যায় বিচারের পথ প্রশস্ত হয়। আমলারা শাসন কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। তারাই সব সময় প্রশাসনকে অটুট রাখেন। সামাজিক পরিবর্তনে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ ও প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। একটি সংগঠন হিসেবে আমলাতন্ত্র জনগণের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করে। এটি বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে এবং মানব সমাজে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূর করে শৃঙ্খলা আনয়নে নিয়োজিত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যেকোনো প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। আমলাতন্ত্র রাজনীতিসহ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমাজের পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সংগঠন কাজ করে। এই সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও কর্মঠ। তারা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. আইন কেন মান্য করা হয়? মতামত দাও? ২

গ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির নাম কি? বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সংগঠনটির সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের মাটি ও মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

খ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য মানুষ আইন মান্য করে।

আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্‌স (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন— 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে এবং শাস্তি পেতে হয়'। ইংরেজ দার্শনিক এবং চিকিৎসক জন লক (John Locke) বলেন 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক'। অতএব বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে মানুষ আইন মান্য করে।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব আখতার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবি। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ একজন কর্মকর্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আখতারের মধ্যে একজন আমলার কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব— যুক্তি দাও। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে তাহ্লে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। জনসেবা কিংবা নাগরিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমলাদের উদাসীনতাকে অনেকেই শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি। তারা বরং আমলাদের এরূপ আচরণকে 'অমানবিক' বলেও অভিহিত করেছেন। তবে আমলাদের মধ্যে দেশপ্রেম এখনও হারিয়ে যায়নি। আমলাদের অনেকেই নিজেদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চান, দুর্নীতির নির্মূল চান। তারা সততা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে চান। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত আমলা জনাব আখতারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত আমলা জনাব আখতার সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ কর্মকর্তা। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না এবং তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেননা আমলাতন্ত্র হলো প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এমন একটি সংগঠন যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ যে সকল আইন বা নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। এদের দিক থেকে দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব ঘটলে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য চাই দক্ষ আমলা প্রশাসন। কেননা দক্ষ আমলাতন্ত্র সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে জনসেবার মান উন্নয়ন করে। ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব মাসুদ একজন আমলা। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য আমলাদের মত তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক ভাবেন। তাঁর টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জাতি কী? ১

খ. পদসোপান নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসাবে জনাব মাসুদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আমলা হিসাবে জনাব মাসুদের যথাযথ ভূমিকা সুশাসনের সহায়ক'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসকে বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণসরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব ◆ সিনিয়র সহকারি সচিব ◆ উপসচিব ◆ যুগ্মসচিব ◆ অতিরিক্ত সচিব ◆ সচিব ◆ সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-

স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন। আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পদসোপান নীতি আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ব্যক্তিগত লাভ বা আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

ঘ "আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের যথাযথ ভূমিকা সুশাসনের সহায়ক" উক্তিটি যথার্থ।

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় হলো আমলাতন্ত্রে প্রচুর সমস্যা বিদ্যমান। যে কারণে দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্রই শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর, দ্রুত সাড়া

https://teachingbd24.com

প্রদানকারী ও দক্ষ ব্যবস্থায় রূপান্তরে ভূমিকা রাখে। আমলাদের ওপর দেশের শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে। কেননা তারাই সরকারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আইন প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগও করে থাকে। তাই আমলাদের হতে হবে দক্ষ, সৎ, যোগ্য, কর্মঠ এবং পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। দেশের প্রশাসন যদি সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত হয় তবে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করলে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। সরকারি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্য প্রদানে আমলাতন্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের ভূমিকা অর্থাৎ সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুশাসনের সহায়ক।

প্রশ্ন ▶৩৮ মি. জামাল জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তিনি ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এর অবদান অত্যন্ত জরুরি। *[স্কলার্স হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. জামালের এরূপ মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার মানসিকতা কীভাবে দূর করা যায়? মতামত দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের মাটি ও মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের মি. জামাল জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা অর্থাৎ আমলা। দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের বিষয়ে তিনি ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। তার এরূপ মনোভাবের কারণ হলো দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও প্রভুসুলভ মনোভাব তথা আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা।

প্রশাসনের স্থায়ী, দক্ষ, বেতনভুক্ত ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাই আমলা। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশরা প্রায় দীর্ঘ ২০০ বছর শাসন করেছে। ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক ধার করা ঐতিহ্য নিয়ে এ উপমহাদেশের আমলারা আজও তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ব্রিটিশ আমলারা কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মের দোহাই, অর্থ আত্মসাৎ ও নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেন। তাছাড়া আমলারা তাদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনধারণ পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত সংহতি, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই জনগণ থেকে অনেকটা ভিন্ন। ফলে তারা প্রভুসুলভ মনোভাব পোষণ করেন।

উদ্দীপকের মি. জামাল-এর মধ্যেও উপরিউক্ত মনোভাবগুলো বিদ্যমান থাকায় দৈনন্দিন কাজে ঐতিহ্য ও নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা মি. জামাল এর কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা বজায় রাখার মানসিকতা তথা অকল্যাণকর মানসিকতা যেভাবে দূরীভূত করা যেতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

মি. জামালের মানসিকতা দূরীভূত করতে হলে প্রথমত ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা আমলাদেরকে কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা, অস্বচ্ছলতা, ফাইল আটকে রাখা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করে। মি. জামালকে প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ আমলারা পদক্রম অনুসারে পিরামিডের মতো অবস্থান করে। তাদের প্রতিটি কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি নিম্নস্তরের আমলাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তাহলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। নিম্নস্তরের আমলা যারা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তারা জনগণকে সঠিক সেবা প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ছাড়াও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মি. জামালের এরূপ মানসিকতা দূরীভূত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩৯ জনাব 'ক' একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্তকর্তা। মেধা ও যোগ্যতাবলে তার পদোন্নতি ঘটেছে। একবার অডিটর পদে লোক নিয়োগ করার জন্য তিনি নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ পদের জন্য তার ছোট ভাই দরখাস্ত করেন। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় ছোট ভাইয়ের চাকরি হয় না। চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকে তাকে উৎকোচ দিতে চাইলে তিনি তা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দক্ষ মেধাবী ও যোগ্য লোকদের অডিটর পদে নিয়োগ করেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কাকে আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? উত্তরের স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারকে (Max Weber) আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান।

আমলাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পদোন্নতির ব্যবস্থা। নিয়োগ লাভের পরে উপযুক্ত কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে জ্যেষ্ঠতা নীতির ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদোন্নতির নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি মেধা ও যোগ্যতাবলে পদোন্নতি পেয়েছেন।

আমলাতন্ত্রে নিরপেক্ষতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমলাগণ আবেগ ও ঘৃণার ঊর্ধ্বে উঠে নিয়মসিদ্ধভাবে কর্মরত থাকেন। রাজনৈতিক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে প্রত্যেক কর্মকর্তা সবার সাথে সমআচরণ ও ন্যায়বিচারে মনোযোগী হন। যেমনটি

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। জনাব 'ক' নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণ না করে এবং তার ছোট ভাইকে অডিটর পদে নিয়োগ প্রদান না করে দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্য লোকদের অডিটর পদে নিয়োগ প্রদান করে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঘ হ্যাঁ, একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর মধ্যে পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা বৈশিষ্ট্য দুটি ছাড়াও আরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

আমলাদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হলো পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা। তবে এ দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আমলাদের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন- দক্ষতা আমলাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। কেবল ব্যক্তির দক্ষতা নয়, সংগঠনের দক্ষতাও আমলাতন্ত্রে সর্বোচ্চমাত্রায় লক্ষ করা যায়। আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পদসোপানভিত্তিক। এখানে প্রত্যেক নিম্নস্তর পদই কোনো উচ্চতর পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমলা বা বেসামরিক সরকারি কর্মচারীগণ পেশাদারী বেতনভোগী। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন।

আনুষ্ঠানিকতা আমলাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকতা, অনমনীয় বিধি ও কর্মপদ্ধতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে বিধি মোতাবেক সবকিছু করা হয়। সব কাজই হয় রুটিনমাফিক। স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আমলাদের চাকরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বশীলতা আমলাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, জনাব 'ক' যেহেতু একজন আমলা, সেহেতু তার মধ্যে পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জনাব হাবিবুর রহমান সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি অফিসে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেন। তিনি কোন ফাইল আটকে রাখেন না।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব হাবিবুর রহমানের মাঝে আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'হাবিবুর রহমানের মতে আমলারাই দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক।' উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ জনাব হাবিবুর রহমানের কার্যক্রমে জনসেবায় আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যারা আমলা নামে পরিচিত। আমলাগণ একদিকে যেমন সরকারি গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সরকারকে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, জনাব হাবিবুর রহমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অফিসে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনও অনুসরণ করেন। তার অফিসে কোন ফাইল আটকে রাখেন না। এ ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আমলাদের সাথে জনগণের সেতুবন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা বাংলাদেশের সংবিধানে ২১(২)নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আমলাতন্ত্র জনগণের প্রভু নয় বরং সেবক। সকল সময় জনগণের সেবা করা তাদের কর্তব্য। উল্লিখিত ঘটনায় জনাব হাবিবুর রহমানও একই ধরনের কাজ করেছেন।

ঘ 'হাবিবুর রহমানের মত আমলারাই দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক' বক্তব্যটি— যথার্থ।

সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনকল্যাণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। কেননা আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এ কারণে প্রশাসনিক গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতন্ত্র ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রশাসনিক সমস্যা হলো দুর্নীতি। আর এ দুর্নীতি রোধে আমলাদের ভূমিকা সর্বাগ্রে।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলেন। যার ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথ প্রসার করবে। এতে জনগণের সরকারি তথ্য ও সেবা পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। কাজেই এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আমলা শ্রেণিকে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সুশাসন অর্জিত হয়ে উন্নয়নের পথ প্রসারিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা এবং জনসেবায় তাদের ইতিবাচক ভূমিকা খুবই প্রয়োজন। যেমনটি উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমানের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্লাস নিচ্ছেন অধ্যাপক মহোদয়। তিনি বলছেন, সরকারের দুটি অংশ থাকে— একটি রাজনৈতিক অংশ, অপরটি অরাজনৈতিক অংশ। আমি আজ অরাজনৈতিক অংশটি নিয়ে আলোচনা করবো। এরপর তিনি আলোচনা শুরু করেন।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ কি? ১

খ. আমলাতন্ত্রের দুটি কাজ আলোচনা করো। ২

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারের অরাজনৈতিক অংশটির ভিতরে তুমি কি কি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাও? আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Bureaucracy.

খ আমলাতন্ত্রের দুটি কাজ হলো সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা।

আমলারা সরকারি নীতি ও আইন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা আমলাতন্ত্রের একটি বড় কাজ। প্রশাসনের ভারসাম্য ও উৎকর্ষ সংরক্ষণের স্বার্থে আমলাতন্ত্রই কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। যখন কোনো ব্যক্তি তার কাজের জন্য কারো কাছে জবাব দেয়, যে কাজটা সে কীভাবে করেছে তখন তাকে জবাবদিহিতা বলে।

আমলাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মনোভাব দেখা দিলে তাদের দ্বারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ জবাবদিহিতা ছাড়া সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা। আমলাতন্ত্র প্রশাসন পরিচালনার সব দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কর্মচারীদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির ব্যবস্থাও করে আমলাতন্ত্র। জবাবদিহিতা না থাকলে আমলাতন্ত্রের এসব কাজে দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এসব কারণেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে সরকারের অরাজনৈতিক অংশটি বলতে মূলত আমলাতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত, রাজনীতি নিরপেক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বলা হয় আমলা। আর আমলাদের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আমলাতন্ত্র। উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারের দুটি অংশের মধ্যে একটি হচ্ছে অরাজনৈতিক। এ থেকে বোঝা যায় আমলাতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনীতি নিরপেক্ষতা। এছাড়া আমলাতন্ত্রের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো—

প্রথম, স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয়ত, পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পারন করেন।

চতুর্থত, আমলারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোই একে একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ▶৪২ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রফিক চাকুরিতে যোগদান করে। তার চাকুরিতে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে পদোন্নতি পাওয়া যায়। সকল আদেশ নির্দেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আসে। এখানে সকল সিদ্ধান্ত আসে মন্ত্রিপরিষদ হতে, রফিকের অফিসের কাজ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. রফিক কোন ধরনের ব্যবস্থার অংশ? ১

খ. উক্ত ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. রফিকের অফিস ব্যবস্থাপনায় পদসোপানের ভূমিকা লেখ। ৩

ঘ. জাতীয় উন্নয়নে রফিকের দপ্তরের ভূমিকা পর্যালোচনা করো। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রফিক আমলাতন্ত্রের অংশ।

খ আমলাতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব এবং নিরপেক্ষতা।

স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আমলারা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ীভাবে পদে আসীন থাকেন। এছাড়া আমলাতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা। আমলাতন্ত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। দলীয় রাজনীতির সাথে আমলাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

গ রফিকের অফিস ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে পদসোপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হলো পদসোপান। এ ব্যবস্থায় পদসোপান নীতি আবশ্যক। পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়। পদসোপান নীতি অনুযায়ী দপসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিকের চাকুরিতে যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে পদোন্নতি পাওয়া যায়। সকল আদেশ-নির্দেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আসে। মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এ অফিস দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। এটি আমলাতন্ত্রে পদসোপানের ভূমিকাকে নির্দেশ করে। আমলাতন্ত্রে পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারী তার কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। যার ফলে, কোনো কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। আমলাদের মধ্যে জবাবদিহিতা তৈরি হয় বলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। পদসোপান নীতি মেনে চললে আমলাতন্ত্রে দুর্নীতির সৃষ্টি হতে পারে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হয় বলে আমলারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তাই বলা যায়, আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় পদসোপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ জাতীয় উন্নয়নে রফিকের দপ্তর তথা আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী সংগঠন। যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের নীতি ও আদেশ বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলা হয়। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। বর্তমানে আমলাতন্ত্র শাসনকার্য পরিচালনার একটি অপরিহার্য অংশ, যা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিত্যনতুন সমস্যাবলির সমাধানের জন্য সরকারের নানা ধরনের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আমলারা সরকারের এসন নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। আমলাদের এসব কাজ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু দায়িত্ব পালন করে।

Teachingbd24.com

আমলারা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে এ বিপুল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে সামাজিক পরিবর্তনসহ নানাবিধ ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে আমলাতন্ত্র নিজেদের বিকল্পহীন সংগঠনে পরিণত করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আমলাদের কার্যক্রমের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। তাই বলা যায়, জাতীয় উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ আশরাফ সাহেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি চাকুরীর বিধি মোতাবেক দুই বছর আগে অবসরে যান। পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র তিনি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠিয়ে দেন। সময়মত পেনশনের টাকা না পেয়ে আশরাফ সাহেব একদিন সচিবালয়ে খোঁজ নিতে যান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বললেন, আপনার ফাইলটি প্রক্রিয়াধীন, আরও অপেক্ষা করতে হবে। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. 'পদসোপান নীতি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের কোন ত্রুটি ফুটে উঠেছে? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমলাতন্ত্রের উক্ত ত্রুটি দূরীকরণে তোমার পরামর্শ উপস্থাপন করো। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণসরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব ◆ সিনিয়র সহকারি সচিব ◆ উপসচিব ◆ যুগ্মসচিব ◆ অতিরিক্ত সচিব ◆ সচিব ◆ সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকের আলোকে আশরাফ সাহেব এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ, লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে তিনি সচিবালয়ে খোঁজ নিতে গেলেও এ বিষয়ে কোনো সহায়তা পাননি। 'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়। আমলারা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক। সবকিছুই তারা প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব ও এ ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্য'। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আশরাফ সাহেব দুই বছর আগে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করতে পারেনি। তার ফাইলটি এখনো প্রক্রিয়াধীন এবং আরো অপেক্ষা করতে হবে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর দেশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন। তাই তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আশরাফ সাহেব-এর দেশে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আশরাফ সাহেব-এর দেশের আমলাতন্ত্রকে কর্মতৎপর বা দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার মত ব্যবস্থা নেই। তাই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে উক্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। তাই প্রশাসনিক কাজকর্মে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এতে আশরাফ সাহেব-এর দেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে আশরাফ সাহেব-এর দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মি. সুমন একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তিন বছর আগে অবসরে গেলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেননি। তাই ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘুরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এরূপ হয়রানিতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. সুমনের পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সুমনের সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার বলে।

স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা নেই। সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com